তারিখ 4 MAY 2017
পৃষ্ঠা ৩ ... ৮

দৈনিক
আমাদের সময়

ডিজিটাল পাঠদানে শুভঙ্করের ফাঁকি

এম এইচ রবিন ●

ব্যাপক ঢাকঢোল পিটিয়ে সরকার মাল্টিমিডিয়া পদ্ধতিতে পাঠদানের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চালু করে 'ডিজিটাল ক্লাসরুম'। লক্ষ্য ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠন। তবে অব্যবস্থাপনা, শিক্ষকদের অদক্ষতা, বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক না থাকা এবং ক্লাসরুম সংকটে যেন অনেকটাই নিষ্ফল এই পাঠদান। আবার প্রশাসনের দৃষ্টি এড়াতে ক্লাস না নিয়েও প্রতিদিন ড্যাসবোর্ডে তথ্য দিয়ে যাচ্ছে কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

সরকারের 'ভিশন-২০২১' বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে সারা দেশে প্রায় ২৬ হাজার স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় আধুনিক পাঠদানের উপকরণ বিতরণ ও আইসিটি ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়েছে। একটি প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১২-১৩ সালে ২৩ হাজার ৩৩১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দিয়ে প্রথম এ কার্যক্রম শুরু হয়।

বাসায় বসেই ড্যাসবোর্ড হালনাগাদ

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, সিলেট ক্যাডেট কলেজ ক্যাম্পাস হাইস্কুলে মাল্টিমিডিয়া প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক রয়েছেন ১০ জন। অথচ মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম মাত্র একটি। মাঝেমধ্যে তাতে ক্লাস নিলেও সংরক্ষণ হয় না রেজিস্ট্রারে। কর্তৃপক্ষের অজুহাত, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুতের অভাব এবং একটিমাত্র ল্যাপটপ ও প্রজেক্টর দিয়ে নিয়মিত ডিজিটাল পাঠদান অসম্ভব। তা ছাড়া প্রশিক্ষণ নিলেও সব বিষয়ে ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরির দক্ষতা নেই তাদের শিক্ষকদের।

সিলেট সদরের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রশিদিয়া দাখিল মাদ্রাসা, যেখানে রয়েছে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম, ল্যাপটপ ও প্রজেক্টর। অথচ গত তিন মাসে ডিজিটাল ক্লাস নেওয়া হয়েছে মাত্র ৪৯টি। কারণ হিসেবে ডিজিটাল উপকরণ কম থাকাকেই দায়ী করছেন শিক্ষকরা। প্রতিষ্ঠানটির মাত্র তিন শিক্ষক মাল্টিমিডিয়া ক্লাস নেন। এর মধ্যে ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরি করতে পারেন মাত্র একজন। যদিও তাদের প্রতিদিনের রুটিনে স্থান পায়নি মাল্টিমিডিয়া ক্লাস। নেই কোনো ড্যাসবোর্ড রেজিস্ট্রারও।

১৯৬৮ সালে স্থাপিত খুরুশকুল উচ্চ বিদ্যালয়টির অবস্থান কক্সবাজার সদরে। সেখানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তিন শিক্ষক থাকলেও গত তিন মাসে কোনো মাল্টিমিডিয়া ক্লাস নেওয়া হয়নি। অথচ এ প্রতিষ্ঠানেই আছে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব। ১৭টি ল্যাপটপের বেশিরভাগই শোকেসবন্দি। তবে মাল্টিমিডিয়া ক্লাস না হলেও প্রতিষ্ঠানের একমাত্র অফিস সহকারী বাসায় বসেই ড্যাসবোর্ডে আটটি ক্লাস নেওয়ার মিথ্যা তথ্য এন্ট্রি করেছেন, যে কাজের দায়িত্ব প্রধান শিক্ষকের। এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে কর্তৃপক্ষ জানায়, বর্তমানে তাদের প্রতিষ্ঠানে প্রধান শিক্ষক বা সহকারী প্রধান শিক্ষক কোনোটাই নেই।

কক্সবাজারের আরেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'ইলিয়াস মিয়া চৌধুরী উচ্চ বিদ্যালয়'। একটি মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম থাকলেও ড্যাসবোর্ডে তথ্য দেওয়ার কোনো রেজিস্ট্রার নেই। তবে গত তিন মাসে মাত্র ৪৯টি ক্লাস নেওয়ার তথ্য পাওয়া গেছে।

ঢাকার আরমানিটোলা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির এক শিক্ষার্থী জানায়, স্কুলে মাল্টিমিডিয়া ক্লাস খুব কম হয়। অনেক শিক্ষক আবার প্রজেক্টরও চালাতে পারেন না। প্রতিষ্ঠানটির এক শিক্ষক জানান, মাত্র কয়েকটি বিষয়ে ডিজিটাল কন্টেন্ট দিয়ে এখানে ক্লাস নেওয়া হয়। অনেক শিক্ষক ডিজিটাল পাঠদানে স্বাচ্ছন্দ্যবোধও করেন না। আর মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা জানায়, তাদের কম্পিউটার রুমটি বেশিরভাগ সময়ই তালাবদ্ধ থাকে। প্রতিদিন মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম ব্যবহার করে পাঠদান হচ্ছে কিনা, ড্যাসবোর্ডের এরপর পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৩

ডিজিটাল পাঠদানে

(৩ এর পৃষ্ঠার পর) মাধ্যমে সেই তথ্য সংগ্রহ করেন সরকারের দায়িত্বপ্রাপ্তরা। যার সাহায্যে থানা, জেলা এবং বিভাগীয় পর্যায়ের পর শিক্ষা অধিদপ্তর পর্যালোচনা করে মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। তবে পুরো প্রক্রিয়ার গোড়ায় গলদ ধরা পড়েছে সরাসরি মাঠপর্যায়ে কাজ করা মনিটরিং কর্মকর্তাদের কাছে।

এ বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) মনিটরিং অ্যান্ড ইভালুয়েশন উইংয়ের কর্মকর্তারা সহমত পোষণ করে জানান, সম্প্রতি তারা বেশকিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেছেন। এতে দেখা গেছে, সঠিক তদারকি আর পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাবে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমের ব্যবহার হয়নি বললেই চলে। কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে অলস পড়ে আছে সরবরাহ করা ল্যাপটপ, প্রজেক্টর, ইন্টারনেট মডেম। আবার কোথাও একেবারেই ব্যবহার না হওয়ায় নষ্ট হয়ে গেছে মূল্যবান সব উপকরণ। অনেকে ক্লাস না নিয়েও ড্যাসবোর্ডে যে মিথ্যা তথ্য দিচ্ছেন, তাও ধরা পড়েছে। এর ব্যতিক্রমও পাওয়া গেছে। কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাল্টিমিডিয়া ক্লাস নিতে প্রচণ্ড আগ্রহী। এমন একটি প্রতিষ্ঠান চট্টগ্রামের সেন্ট প্লাসিডস স্কুল অ্যান্ড কলেজ, যেখানে ৩৯টি ক্লাসরুমের ২১টিই মাল্টিমিডিয়া। প্রতিষ্ঠানটি নিজস্ব অর্থায়নে প্রতিবছরই অন্তত পাঁচটি শ্রেণিকক্ষকে মাল্টিমিডিয়া করার লক্ষ্যে এগোচ্ছে। জানা গেছে, দুই শিক্ষক সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে সব শিক্ষককেই মাল্টিমিডিয়া ক্লাস নেওয়ায় দক্ষ করে তুলেছেন। প্রতিষ্ঠানটিতে মোট শিক্ষক রয়েছেন ৭০ জন। প্রতি বৃহস্পতিবার শিক্ষকেরা ছুটির পর তারা বসে মাল্টিমিডিয়া ক্লাস নেওয়ার বিষয়ে পারস্পরিক মতবিনিময় করেন। শুধু তাই নয়, এ বিষয়ে শিক্ষকদের উদ্বুদ্ধ করতে ক্লাসপ্রতি ২৫ টাকা এবং ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরির জন্য ৫০ টাকা করে ইনসেনটিভ দেওয়া হয় প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব আয় থেকে। পাশাপাশি ছয় বছরের দীর্ঘমেয়াদি কিস্তি-সুবিধায় শিক্ষকদের ল্যাপটপ কেনারও সুযোগ রয়েছে। মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমের যথাযথ ব্যবহার না হওয়ার পেছনে মন্ত্রণালয়গুলোর সমন্বয়হীনতাকেও দায়ী করা হচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়, আইসিটি বিভাগ এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় পৃথকভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ল্যাপটপ ও প্রজেক্টরসহ ডিজিটাল উপকরণ বিতরণ করেছে। অথচ সমন্বয় না থাকায় এসব উপকরণ সঠিক বণ্টন হয়নি। দেখা যায়, কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একাধিক মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম পেলেও অনেকগুলো আবার একেবারেই বঞ্চিত। এ বিষয়ে মাউশির মহাপরিচালক প্রফেসর ড. এসএম ওয়াহিদুজ্জামান আমাদের সময়কে বলেন, মাঠপর্যায়ে মনিটরিং হচ্ছে। কোথায় মাল্টিমিডিয়া ক্লাস চলছে আর কোথায় হচ্ছে না, সব তথ্যই শিক্ষা প্রশাসন তদারক করছে। যেখানে অবহেলা থাকবে তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যাপারে তিনি বলেন, বেশিরভাগ শিক্ষকই এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। তবে কেউ দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে যদি অদক্ষতার পরিচয় দেন সেটি ভিন্ন কথা।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.........................
তারিখ.........................
পরিসংখ্যান বিভাগ
এস.এস.পি বিভাগ
লাইব্রেরি
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর